দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ৩।১১।১৯৯৯
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

36

জাবিতে এবার সাড়ে ৭শ' আসনে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রী

জাবি রিপোর্টার ॥ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এখন ভাঙ্গাহাটের চেহারা। অনার্স ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে গত পাঁচ দিনে প্রায় এক লাখ নবাগত ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকের পদচারণায় ক্যাম্পাস ছিল মুখরিত। বৃহস্পতিবার শেষ হয় এই ভর্তি পরীক্ষা। সেই সঙ্গে থেমে যায় কোলাহল-মুখরতা। ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে আগামী ১৩ ডিসেম্বর। ক্লাস শুরু হবে ১৮ মার্চ। তবে এর মধ্যে '৯৯-২০০০ সেশনে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস শুরু হবে ৯ নবেম্বর। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার ভর্তি পরীক্ষা হয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শুরুর আগে। এর আগে ছিল বিপরীত অবস্থা। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর হতো এখানে ভর্তি পরীক্ষা। দ্রুত সেশনজট কমিয়ে আনতে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য। উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল বায়েস এবং উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. তাজুল ইসলাম প্রতিদিন একাডেমিক ভবন পরিদর্শন করেন। আবেদনকারীদের প্রায় ৯৫ ভাগ উপস্থিতি এবং শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ায় তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রায় সাড়ে ৭শ' আসনে এবার পরীক্ষা দিয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রী। দৈনিক গড়ে পরীক্ষা দিয়েছে ৭ হাজার। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে গড়ে অভিভাবক এসেছিলেন দু'জন করে। সে হিসাবে প্রতিদিন একুশ হাজার নবাগতের পদচারণায় ক্যাম্পাসে ছিল উৎসবের আমেজ। ধনীর দুলাল অথবা দুলালীর পরীক্ষা উপলক্ষে ক্যাম্পাসের ফাঁকা জায়গাগুলো পরিণত হয়েছিল 'কার হাটে'। প্রতি শিফট পরীক্ষা শেষে মনে হয়েছে এ যেন কোন লংমার্চ। ক্যাম্পাসের অল্প কিছু সংখ্যক হোটেলে খাবারের জন্য ছিল দীর্ঘ অপেক্ষা। অবশ্য অস্থায়ীভাবে বসেছিল কয়েকটি খাবারের দোকান-টিস্টল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ডেইরিফার্ম গেটে মনে হয়েছে এ যেন কোন পথসভা। উত্তরবঙ্গের দূরপাল্লার বাসযাত্রীদের ছিল কৌতূহলী জিজ্ঞাসা, এখানে হচ্ছেটা কী? আচ্ছা, ভর্তি পরীক্ষা! ছাত্র সংগঠনগুলো পরীক্ষা চলাকালে মিছিল-মিটিং করে নবাগত শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের জানিয়েছে তাদের সাংগঠনিক কাজকর্ম। প্রক্টর ড. মোজাম্মেল হক, চার সহকারী প্রক্টর এবং নিরাপত্তা কর্মকর্তা ছিলেন সারাক্ষণ ব্যস্ত। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা রক্ষা এবং পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে প্রক্টর অফিসে বসেছিল 'কন্ট্রোল সেল'। উপাচার্য করেছেন মনিটর। পরীক্ষা চলাকালে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পাঁচ দিনে ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়ে প্রায় নব্বই জন। প্রক্টর ভুয়াদের দিনভর তাঁর অস্থায়ী জেলখানায় আটক রেখে সন্ধ্যায় ছেড়ে দেন মুচলেকা রেখে। পদার্থ ও গাণিতিক অনুষদের ডিন সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক আবু সাঈদ খান অবশ্য জনকণ্ঠকে বলেছেন, ভুয়াদের পুলিশে দেয়া উচিত ছিল। এতে ভুয়াদের মনে ভীতি কাজ করত।